রামায়ণ।

শতস্কন্ধরাবণ বধ।

অর্থাৎ।

মহামুনি বাল্মীকি কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ
হইতে অনুসার।

শ্রীরাসবেহারি রক্ষিত দ্বারা
বিরচিত হইয়া।

কলিকাতা।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দত্তের সুধার্ণবযন্ত্রে
মুদ্রিত।

নিমুগোস্বামীর লেন ৫৭ নং ভ:

সন ১২৮৯ সাল

শ্রীদীননাথ দত্তের দ্বারা প্রকাশিত।

সূচীপত্র

রামায়ণ

শতস্কন্ধ রাবণ বধ।

কাণ্ড।

শতস্কন্ধ রাবণ বধে শ্রীরাম লঙ্কায়

প্রথম যাত্রা।

নমঃ নমঃ নারায়ণ ব্রহ্মসনাতন।
যেই নামে জীবগণে বিষয়ী শমন॥
শুনহ সকল লোক হয়ে একচিত।
শ্রীনাগ রচিত কথা অতি সুললিত॥
অপূর্ব্ব এ লীলারস শুন সর্ব্বজন।
শ্রবণ করিলে জীবের বৈকুণ্ঠে গমন॥
দশাননে করি ক্ষয় শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অযোধ্যায় আসি করে রাজ্যের পালন॥
দান ধ্যান ব্রতে ব্রতি নানা মহোৎসব।
শ্রীরামের ধর্ম্মে প্রজা আনন্দিত॥
অতঃপর এক দিন রাম নরবর।
প্রভাতে উঠিয়া বসে সবার ভিতর॥
পাত্র মিত্র প্রজাবর্গ সকলে লইয়ে।
সভাতে আছেন রাম অতি হৃষ্টহয়ে॥

ানুনি এলো কত জন।
ামচন্দ্র দিলেন আসন॥
গ্না রাম মুনিগণ পায়।
নতে সম্ভাসিলেন সবায়॥
যত্নে তুষ্ট হয়ে সর্ব্বজন।
। সকলেতে আনন্দিত মন॥
বধ বাক্যালাপ করেন সকলে।
পর শ্রীরামেরে সকলেতে বলে॥
ংণে বলে রাম কর অবধান।
বণে মারিয়া প্রভু করিয়াছ ত্রাণ॥
ম্ভকর্ণ আদি করি বড়২ বীর।
াহু বলে কাটিয়াছ সবার শরীর॥
ন্দ্রজিত আদি করি গেল যম পুর।
ামার দর্পেতে প্রভু সবে হলো চুর॥
নিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিছেন উক্তি।
তামাদের আসির্ব্বাদে আমার কি শক্তি॥
ওহে প্রভু তোমা সবাকার আসির্ব্বাদে।
জিনিলাম বীরগণে অতি অপ্রমাদে॥
শুনি মু ণগণ তবে কহিছে বচন।
াজ শুনে স প্রভু রাবণ নিধন॥
ন্তু তাহা হত্তে প্রভু আছে বড় বীর।
হার প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্ত্য নহে স্থির॥
হ ছার কুম্ভ কর্ণ রাবণ কি ছার।
শর একাদশ বল নাহিক

শুনি যে কহেন রাম বল বিবর।
কুম্ভকর্ণ হতে বীর আছে কোন নর॥
কুম্ভকর্ণ তুল্যবীর না দেখি নয়নে।
এই বড় কপ্রকাশ শুনিলাম মুনি॥
শুনি তবে মুনিগণ কহিছে বচন।
কুম্ভকর্ণ হতে বীর আছে নারায়ণ॥
শতস্কন্ধ নামে বীর মহা বলবাণ।
দশানন হেন বীর তার দ্বারে জ্ঞান॥
রাবণের দশস্কন্ধ তারস্কন্ধ শত।
বিবেচনা করে দেখ বল ধরে কত॥
দুই শত বাহু তার এক শত মাথা।
কুম্ভকর্ণ হতে তার দুর্জ্জয় ক্ষমতা॥
রাবণের বিশ হাত কি ক্ষমতা তার।
একেবারে দশ বাণ ছুটিত তাহার॥
শতস্কন্ধ রাবণের দুই শত বাহু।
একেবারে শত বাণ ছাড়ে মুহুর্মুহু॥
দেব দ্বিজ হিংসে সদা করে অনাচার
যদি প্রভু পার তারে করিতে সংহার॥
তবে তব বাহুবল যাইবেক যানা।
স্বর্গে দেব সখী হবে রহিবে ঘোষনা॥
এতেক শুনিয়া কহে কোমল লোচন।
কি বলিলে এত বড় বীর সেই জন॥
এই কোন ছার তারে করিতে দমন।
যান প্রভু আমি হই বিজয়ী শমন॥

এত শুনি মুনিগণ করি আশির্ব্বাদ।
বহে প্রণমারি তারে কয় অপ্রমাদ॥
এতেক শুনিয়ে রাম আনন্দ অন্তর।
সুমন্ত্র সারথি বলি ডাকেন সত্বর॥
শুনিয়া রামের বোল সারথি আইল।
রথ সাজাইতে রাম তাহারে কহিল॥
সাজ করিতে রথ চলিল সারথি।
কহেন রাম ভ্রাতাগণ প্রতি॥
লক্ষ্মণ ভাই প্রাণ সহোদর।
আমার সহিত চল করিতে সমর॥
হ ভরত ভাই সহ শত্রুঘ্ন।
সম হয়ে প্রজা করহ পালন॥
নিয়া ভরত কহে যে ভূ করি পানী।
য না করিহ ত্যাগ রাম গুণমণি॥
মার সহিত যাব করিতে সমর।
ণে নিবেদন এবার আমার।
য়ে কহেন রাম কোমল বচন।
ন আর চিন্তা ভাই কর অকারণ॥
আনন্দেতে রাজ্য রক্ষা কর দুই তাত।
আমি যাই শতস্কন্ধে করিতে নিপাত॥
এতেক প্রব . রাম দিইয়া তখন।
দুই ভাই রণ সজ্জা করিছে সাজন॥
যাত্রা করি রামচন্দ্র হইলেন বাহির।
সহিত চলিল আর যত মহাবীর॥

শতস্কন্ধ বধ কথা অতি সুললিত।
ধার্ম্মিকের সংপুত বিহারি রচিত।

শতস্কন্ধের নিকট শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অপমান।

দক্ষিণ মুখেতে রাম চলিল তখন।
ঢাক ঢোল নানা বর্ণে বাজিছে বাজন॥
সঙ্খ ঘণ্টা বাজে যয়ঢাক বাজে কত।
কাড়া পড়া তুরি ভেরি বাজে শত শত॥
রণবাদ্য শুনিবারে অতি চমৎকার।
মধ্যে মধ্যে সৈন্যগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
বাহির হইল রাম সৈন্য কলকলি।
কোলাহল সকলের কর্ণে লাগে তালি॥
ঘড ঘড় শব্দে রথ করিল গমন।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর সহ সৈন্যগণ।
সমরেতে যান রাম হয়ে পুলকিত।
সমুদ্রের কুলে গিয়া হন উপনিত॥
সমুদ্র দেখিয়া রাম মলিন বদন।
ভাবেন কিসেতে পার হইব এখন॥
একবার ধবাধর দিয়ে বান্ধি সিন্ধু।
এখন সহায় কই সে সকল বন্ধু॥
এইরূপ রামচন্দ্র করেন চিন্তন।
হেনকালে ডাকি তবে বলেন লক্ষ্মণ॥

নাই রঘুনাথ আছয়ে উপায়।
ক্ষণে সেতু বাঁধি দেখ মহাশয়॥
নয়ে রামের মনে উল্লাস হইল।
ন্ধিবারে লক্ষ্মণেরে রাম আজ্ঞা দিল॥
ামের পাইয়া আজ্ঞা সুমিত্রানন্দন।
সমুদ্র বান্ধিতে তবে করিলেন মন॥
যে বাণে রাবণ রাজা হইল সংহার।
ধনুকেতে সেই বাণ যুড়েন সত্বর॥
মহা ব্রহ্মবাণ সেই বিষ্ণু অবতার।
ছাড়িবা মাত্রেতে বাণ যায় পারাবার॥
রাম যয় বলি বাণ ছাড়েন লক্ষ্মণ।
সেই বাণে হইলেক সমুদ্র বন্ধন॥
দেখিয়া উল্লাস রাম আনন্দিত মন।
লক্ষ্মণেরে ততক্ষণ দেন আলিঙ্গন॥
লক্ষ্মণ রামের পদে করিল প্রণতি।
অতঃপর যান সবে হরষিত মতি॥
শতস্কন্ধ রাবণের বসতী যথায়।
সৈন্য সহ রামচন্দ্র উত্তরে তথায়॥
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে যত সৈন্যগণ॥
বীরদাপে বসুমতি কাঁপিছে তখন।
দূতমুখে শতস্কন্ধ করিল শ্রবণ।
রাম আসিয়াছে হেথা করিবারে রণ॥
অযোধ্যার নরপতি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দর্প করি আসিয়াছে করিবারে রণ॥

এত শুনি শতস্কন্ধ বাহির হইল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দোঁহে ইষৎ হাসিল ॥
শতস্কন্ধ মনে মনে ভাবিছে তখন।
শিশু দুটি আসিয়াছে করিবারে রণ ॥
সামান্য বালক দুটি বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তাই আসিয়াছে বুঝি আমার নিকটে ॥
ভব ব্রহ্মা নারায়ণ যিনি আদ্যাশক্তি।
মম ভয়ে হয়ে ব্যস্ত করে মোরে ভক্তি ॥
নিস্তারিণীর নিস্তার নাই মম বাণে।
ইন্দ্রদেব স্বর্গ ছাড়া যাব নাম শুনে ॥
আমার সমান বীর নাহি কোনজন।
বালক হইয়া এলো করিবারে রণ ॥
বধিবারে এ বালকে যুক্তি নাহি হয়।
ইহারে বধিলে যশ কি হবে আমায় ॥
এতেক ভাবিয়া তবে বীর শতস্কন্ধ।
দুইখান রথ ধরে হইয়ে আনন্দ ॥
রাম লক্ষ্মণের রথ ধরিলেক হাতে।
যোজন তফাত রাখে অযোধ্যার পথে ॥
দেখিয়ে অবাক রাম ভাবে মনেমন।
লক্ষ্মণেরে চাহি কহে এ আর কেমন ॥
কি কর্ম্ম করিল বেটা দেখে ভয় পাই।
ইহাসম বীর ভাই আর দেখি নাই ॥
হোথায় রামের সৈনা শ্রীরামে না দেখে।
ভয়ে পলাইয়া যায় অযোধ্যার মুখে ॥

শতস্কন্ধ রাবণ বধ।

বনেক আসি তবে সত সৈন্য গণ।
রাম লক্ষ্মণ সহ হয় দরশন॥
ভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানি।
লক্ষ্মণ মুছাযে দেন দিযে দুগ্ধ পাণী॥
বিহারী কহিছে সবে করহ শ্রবণ।
অনায়াসে যাবে সবে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

শ্রীরামের আক্ষেপ।

দেখিয়া অদ্ভুত কাজ, মনে হরি পান
খেদ করি কহিছে বচন।
শুনহ লক্ষ্মণ ভাই, হেন লাজ পাই
মরি২ এ আর কেমন॥
রাবণের দর্প চুর, জিনিলাম লং
সকলেরে যম পুর দেই।
জিনিলাম এত জন, করিলাম
এ বেটা করিল কিনা এই॥
হরি২ একি লাজ, কোন গুণে মহ
নাম ধরি অযোধ্যা ভুবনে।
ধিক২ ধিক্ মোরে, কেমনে অযোধ
যাই বল এত অপমানে॥
আইলাম দর্প করি, মরি মরি
সে দর্প রহিল মোর কোথা।
প্রকাশিনু বড় গুণ, দিবে সবে কা
অভিমানে নাহি সরে কথা॥

।নিবে অযোধ্যা পুরি, কহিবেক ম্য
গিয়ে ছিল বীর যিনিবারে।
যেই কর্ম্ম সেই ক , পেয়ে এলো প্রা
ঘাটি মানি এসে পুনঃ ঘরে ॥
কোন মুখে যাব আর, ধিক্ ধিক্ ধিক।
চল পুনঃ যাইব তথায়।
সমরে পরাণ দিব, ফিরে ঘরে নাহি যা
ফিরে গেলে মরিব লজ্জায় ॥
ফিরে ঘরে গেলে তবে, ভুবনে অক্ষ্যাতি হবে
সবে কবে করে উপহাস।
যুদ্ধযিন্তে গিয়ে ছিল, পুনঃ ঘরে ফিরে এল,
বীর পনা করিল প্রকাশ ॥
চল সবে যাই ফিরি, তারে যদি নহে মরি,
ইহা বিনা নাহিক নিস্তার।
বিহারীর সুবর্ণন, শুনহ সজ্জন,
রাম নামে হব ভব পার ॥

শ্রীরামের শত্রুঘ্ন নিকট পুনঃ গমন ॥

মহাদুঃখ মনরাম চক্ষে পড়ে জল।
অভিমানে শ্রীরামের পরাণ বিকল।
লক্ষ্মণ করেন খেদ বিমর্শ বদনে।
দুঃখার্ণবে ভাসমান যত সৈন্যগণে ॥

অতঃপর রাম কন শুন সর্ব্বজন।
পুনঃর্ব্বার যাই চল করিবারে রণ॥
শুনিয়া সকল সৈন্য করে সিংহ ধ্বনী।
যুদ্ধ করিবারে যান রাম রঘুমণি॥
চলিলেক রামচন্দ্র স্বসৈন্য সহিত।
হইল শতস্কন্ধের দ্বারে উপনিত॥
দেখিয়া সে শতস্কন্ধ রামে চাহি কয়।
শুন ওহে শিশু তোর লজ্জা নাহি হয়॥
পুনঃর্ব্বার কোন মুখে আইলে হেথায়।
বার বার তীন বার ক্ষমিব তোমায়॥
অতঃপর পাঠাইব যমের সদন।
এত বলি দুই রথ ধরে ততক্ষণ॥
পুনঃ যোযনেক দুরে রাখিল সত্বর।
অযোধ্যার পথে রাখে বাড়াইবা কর॥
দেখিয়া অবাক সবে মলিন বদন।
শ্রীরাম বলেন একি হলো কুঘটন॥
রণ না করিতে আগে হই পরাযয়।
ঠেকিলাম বড় দায় বিষম লজ্জায়॥
যা হউক অযোধ্যায় ফিরে নাহি যাব।
নিশ্চয় উহার কাছে ছার প্রাণ দিব॥
স্থনে সারথি শুন শুন বিবরণ।
তাহার নিকট কর পুনশ্চ গমন॥
এতেক শুনিয়া তবে সারথি ত্বরায়।
পুনঃর্ব্বার হয় গণ চালায় তথায়॥

সৈন্য সহ উপস্থিত রাম দয়াময়।
দেখিয়া সে শতস্কন্ধ অগ্নিসম হয়॥
শতস্কন্ধ কহে শিশু নাহি কর ভয়।
অপমান হয়ে যাও এসে পুনঃ রায়॥
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি শুন বিবরণ।
বার বার তীন বার রাখিব জীবন॥
এইবার সকলেরে জীবনে রাখিব।
পুনঃ যদি এসো হেথা নিশ্চয় মারিব॥
এত বলি দুই রথ ধরি দুই হাতে।
যোযন অন্তরে রাখে অযোধ্যার পথে॥
তিনবার নারায়ণ হয়ে হত মান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে মলিন বয়ান॥
অভিমানে কহে রাম একি হলো দায়।
মরিলে হইত ভাল যুড়াতাম তায়॥
এত অপমান আর প্রাণে নাহি সয়।
কোথা বাছা হনুমান এসো এ সময়॥
কোথা মিতা বিভীষণ সুগ্রিব কোথায়।
আসিয়া দেখহ সবে পড়েছি এ দায়॥
শ্রীরামে কাতর দেখি কহেন লক্ষ্মণ।
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন॥
চলহ অযোধ্যাপুরে পুনর্ব্বার যাই।
সুগ্রিব ইত্যাদি করে আসিব সবাই॥
বিভীষণ মিত্র আর তাঁর সেনাগণ।
সহিত লইয়া পুনঃ করে যাব রণ॥

শতস্কন্ধ রাবণ বধ।

এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন ॥
কহে ভাই কি বলিয়া যাইব ভবন ॥
বড় মুখে আসিছিনু জিনিবারে রণ।
বিধি তাহে বাম হলো হলো কু ঘটন ॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ কহে এ কোন বিচার।
সৈন্য লয়ে জিনিবারে আসিব আবার ॥
এরূপ লক্ষ্মণ রামে প্রবোধ কহিয়া।
অযোধ্যায় চলিলেন শ্রীরামে লইয়া ॥
উপনিত হৈল রথ অযোধ্যা নগর।
পুলকিত হইলেক যত নারী নর ॥
অভিমানে রামচন্দ্র না কন বচন।
শ্রীরামবিহারি কহে শুন সর্ব্বজন ॥

ত্রিপদী।

অভিমানে রঘুনাথ, ভরতের ধরি হাত,
মনোদুঃখ করেন প্রকাশ।
শুনহ প্রাণের ভাই, অভিমানে মরে যাই,
লোকেতে হইল উপহাস ॥
সঙ্গে লয়ে সৈন্যগণে, যতবার যাই রণে,
ততবার হই অপমান।
এরূপ দুঃখেতে ভাই, কভু আমি পড়িনাই,
যাহা হয় শতস্কন্ধ স্থান ॥
সমর না করিলাম, পরাজয় হইলাম,
কর বাড়াইয়া রাখে রথ।

হ্যা ধরি রামনাম, বিধি হইয়াছে বাম,
নহে কেন ঘটিবেক এত ॥
প্রকাশ হইল গুণ, মুখে পলো কালি চুন,
বিধির মনেতে এত ছিল।
বিমান সমান মান, করিতাম অনুমান,
সে মান বিধাতা হরে নিল॥
লোকে জেনে এই সূত্র, কবে হয়ে ক্ষত্রি পুত্র,
ভয় পেয়ে এসে পলাইয়ে।
শুন ভাই শত্রুঘ্ন, মরি২ এই ক্ষণ,
কি ফল বলহ আর জীয়ে॥
রামের শুনিয়া বাণী, যোড় করি যুগ্মপাণী,
ভরত করিছে নিবেদন।
শুন প্রভু দয়া ময়, কেন চিন্তা মহাশয়,
সেবক থাকিতে এতজন॥
যদি আজ্ঞা কর হরি, শতস্কন্ধে বন্ধি করি,
অথবা সংহারি এই ক্ষণে।
চিন্তা নাই রঘুনাথ, করিব তারে নিপাত,
দেখিব সে কত বাণ যানে॥
এরূপ প্রবোধ বাণী, শুনি তবে চিন্তামণি,
কিছু চিন্তা দূর করি বৈসে।
শতস্কন্ধ দর্প চূর্ণ, শুনিলে সিতলকর্ণ,
বিহারি রচিল কিছু ভাষে॥

বিভীষণ ও সুগ্রীব বীরগণকে আনয়ন।

ভরত কহিছে স্থির হও চিন্তামণি।
ইহার উপায় প্রভু করিব এখনি ॥
এতবলি তত্ক্ষণ ভরত সুমতি।
দূতগণে ডাকিলেক করিয়া যুকতি ॥
ভরত কহিছে দুত শুনহ বচন।
লঙ্কা পুরে এইক্ষণ করহ গমন ॥
শুনিয়া রামের মনে উল্লাস হইল।
লঙ্কা পুরে যাও ত্বরা দুতেরে কহিল ॥
লঙ্কা পুরে ওহে দুত করহ গমন।
মিতা বিভীষণে কহ মম বিবরণ ॥
আমার দুঃখের কথা কহিবা তাহারে।
সৈন্য সহ হেথা যেন আসে ত্বরাকরে ॥
আর এক দুতে ডাকি কহিছে বচন।
কিস্কিন্দা নগরে দুত যাও এইক্ষণ ॥
মম সখা সুগ্রীবেরে বল সমাচার।
প্রকাসিয়ে কহিবেক যে দুঃখ আমার ॥
সৈন্য সহ ত্বরা যেন এসে অযোধ্যায়।
মম ভক্ত হনুমানে যানাবে এ দায় ॥
এতেক কহিয়া রাম দিলেন বিদায়।
দুই দুত দুই স্থানে তত্ক্ষণ যায় ॥
লঙ্কা পুরে উত্তরিল দুত মহামতি।
বিভীষণে প্রণমিয়া কহিছে ভারতি ॥

শ্রীরামের বিবরণ জ্ঞান করাইল ।
শুনি রাজা বিভীষণ তখনি সাজিল ।।
কোটি২ রাক্ষস লইয়া সঙ্গেতে ।
সাজে রাজা বিভীষণ শ্রীরাম দেখিতে ।।
কিস্কিন্ধায় গিয়াছিল দূত যেই জন ।
সুগ্রীবকে জানাইল সব বিবরণ ।।
হনুমানে জানাইল রামের কাহিনী ।
শুনিয়ে বানর সব সাজিল অমনি ।।
রাবণে যিনিতে গিয়া ছিল যত জনে ।
ততেক বানর যায় রাম দরশনে ।।
হনুমান জাম্ভুবাণ সুগ্রীব অঙ্গদ ।
অযোধ্যায় চলিলেক পেতে রাম পদ ।।
অগণন সৈন্য লয়ে সুগ্রীব রাজন ।
অযোধ্যায় উপনিত হইল তখন ।।
রাক্ষস সহিত এসে রাজা বিভীষণ ।
রাক্ষস বানরে মেলা হইল তখন ।।
সৈন্য কোলাহল দেখে সর্ব্বলোকমুগ্ধ ।
জ্ঞান হয় পুনঃ রাম রাবণের যুদ্ধ ।।
কটকের কোলাহলে ক্ষীতী থর২ ।
শব্দ শুনি মহাভীত হৈল রঘুবর ।।
রঘুনাথ ভাবে বুঝি শতস্কন্ধ এলো ।
শতস্কন্ধ জ্ঞানেরাম ভাবিতে লাগিল ।।
হেনকালে হনুমান গিয়া উপনিত ।
দেখিয়া হলেন রাম পুলকে পূর্ণিত ।।

হনুমান উপনিত বলে যয় রাম।
কর পুটে রাম পদে করিল প্রণাম॥
আশীর্ব্বাদ করে রাম হইয়া উল্লাস।
হেন কালে বিভীষণ আইল রাম পাশ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আইল এলো সর্ব্বজন।
রামেরে প্রণাম করে যত সৈন্যগণ॥
রাক্ষস বানর সৈন্য খাড়া থরে থরে।
দেখিয়া রামের মনে আনন্দ না ধরে॥
সবাকারে সম্ভাষিয়া কহে নারায়ণ।
বড় দায়ে ঠেকিয়াছি শুন সর্ব্বজন॥
শতস্কন্ধ নাম ধরে ধরণী ঈশ্বর।
রাবণ হইতে বড় বীর ভয়ঙ্কর॥
গিয়া ছিনু তার সহ সমর করিতে।
অপমান হইলাম তাহার কাছেতে॥
হাত বাড়াইয়া রথ যোযনে ফেলায়।
তিন বার যাইলাম হলো এইদায়॥
এই দায়ে উদ্ধার যদি ওহে সখাগণ।
নিশ্চয় যানিহ সবে কিন রাম ধন॥
শুনিয়া কহেন তবে রাক্ষসের পতি।
আপানি সহায় যদি থাক রঘুপতি॥
নিমিসে তহারে সবে বিনিয়া আসিব
তাহাতে দিইল সায় অঙ্গদ সুগ্রীব॥
হনুমান লম্ফ দেন ক্রোধে কম্পবাণ।
তারে জেনা কোন কর্ম্ম ওহে ভগবান॥

তোমার আজ্ঞায় আমি শমনেরে জিনি।
আজ্ঞা যদি দাও তবে বাঁধি শূলপাণি॥
তোমার সেবক আমি কারে নাহি ডর।
এত শুনি আনন্দিত হন রঘুবর॥
আনন্দে বানরগণ কিচিমিচি করে।
ভাবে যুদ্ধ পাইলাম বহু দিন পরে॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গীত গায়।
কেহ লম্ফ দেয় আর বলে রাম জয়॥
এইরূপ কপিসব আনন্দিত মন।
হেথায় শ্রীরাম কহে চাহিয়া লক্ষ্মণ॥
শুনহ লক্ষ্মণ ভাই আমার বচন।
এইক্ষণে সর্ব্বজনে করাহ ভোজন॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ তবে সর্ব্বজনে ডাকি।
খাদ্য দ্রব্য দিতেছেন হইয়া কৌতুকি॥
বহুজন মিলে তবে করায় ভোজন।
রাক্ষস বানর সব আনন্দিত মন॥
এইরূপ আনন্দেতে নিশী গতো হলো।
প্রভাতে উঠীয়া সবে মুখে জল দিল॥
শতস্কন্ধ বধ কথা অতি সুললিত।
বাল্মিকের মনঃপুত বিহারি রচিত॥

শ্রীরামের সীতার সহিত
কথোপ কথন।

পরেতে শ্রীরামচন্দ্র হয়ে হরষিত।
সীতার নিকটে গিয়া হন উপনিত॥

দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রে জনক নন্দিনী।
প্রণাম করেন সীতা লোটায়ে ধরণী।
শ্রীরাম কহেন প্রীয়ে শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে অপযশ হইল রনে॥
যুঝিবার তরে যাই শস্কতন্ধ সনে।
ঘরে ফিরে আইলাম বড় অপমানে॥
তিন বার যাইলাম তাহার সদন।
তিন বার অপমান ভাই দুই জন॥
অভিমানে ডাকিলাম বীর হনুমানে।
আসিয়াছে সর্ব্বজন অযোধ্যা ভুবনে॥
আসিয়াছে বিভীষণ সহিত রাক্ষস।
সমরেতে যাই কহ হইয়ে সরস॥
দুষ্টেরে দমন করি আসিব এখনি।
শুনিয়া কহিছে তবে জনক নন্দিনী॥
যদি যাবে রঘুনাথ করিবারে রণ।
অধিনীরে সঙ্গে করি করুণ গমন॥
অধিনী সীতারে ত্যাগ কর না গোসাইঁ।
শ্রীচরণে অপরাধ কিছু করি নাই॥
একান্ত হে কান্ত আমি যাব তব সঙ্গে।
আনন্দে দেখিব নাথ ঘোর রণ রঙ্গে॥
এতেক শুনিয়া রাম ঈষৎ হাসিল।
বলে প্রীয়ে কি কহিলে ভাল২ ভাল॥
একবার তব সঙ্গে অরণ্যেতে গিয়া।
কত দুঃখ পাইলাম কান্দিয়া কান্দিয়া॥

আর বার যাবে তুমি আমার সহিত।
শুনিয়া আমার অঙ্গ হতেছে কম্পিত॥
রমণী সহিত গেলে ঘটয়ে বিপদ।
শাস্ত্রের লিখন ইথে কেবা করে রদ॥
গৃহে থাক ওহে প্রিয়ে হরষিত হয়ে।
এখনি আসিব ঘরে দুষ্টেরে জিনিয়ে॥
এতেক শুনিয়া সীতা করেন মিনতি।
তোমা বিনে রঘুনাথ নাহি মোর গতি॥
তোমার সহিত আমি করিলে গমন।
সুখেতে থাকিবে নাথ কহিনু এখন॥
নহেত ঘটিবে নাথ বিপদ নিশ্চয়।
অধিনীরে সঙ্গে করি লৈতে আজ্ঞা হয়॥
শুনিয়া কহিছে রাম হাসিয়া তখন।
কালং ওহে প্রীযে কহিলে বচন॥
তোমা সঙ্গে করে লয়ে হই যত সুখী।
এক বার জানা আছে ওহে বিধুমুখী।
সে সুখেতে কায আর নাহিক আমার।
রণ জিনি আসি প্রিয়া থাকহ আগার।
এতেক শুনিয়া সীতা বিমর্শ হইল।
প্রমাদ হইবে তাহা মনেতে জানিল॥
রামের বিপদ যামি মনেং কান্দে।
চলিলেন রামচন্দ্র পরম আনন্দে॥
বাহিরে আসিয়া রাম কহিল তখন।
রণ সজ্জা কর তবে যত সৈন্যগণ॥

এই রূপে সৈন্যগণ করিছে সাজন।
শ্রীরাম বিহারী কহে শুন সর্ব্ব জন॥

শ্রীরামের সসৈন্যে যুদ্ধে যাত্রা।

পাইয়া রামের আজ্ঞা সসৈন্য তখন॥
রাক্ষস বানর সব সাজে আগমন॥
সুমন্ত্র সারথী তবে রথ সাজাইল।
থরে২ মণি হেম রথে বিন্যাইল॥
মনোহর রথ খান করিয়া সাজন।
চারি অশ্ব আনি তবে যুড়িল তখন।
এই রূপে রথ তবে সাজায় সারথী।
যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে মহা২ রথী।
হয় হাতী নানা মতে করিছে সাজন।
রাক্ষস বানর সব সাজে সর্ব্বজন।
আনন্দেতে সৈন্যগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ধরণী নাসহে ভার কটকের আর।
রামজয় মহা শব্দ করিছে বানর।
রথীগণ চাপিলেক রথের উপর॥
নানা বর্ণে অস্ত্র তবে লয় রথীগণ।
শেল শূল অর্দ্ধচন্দ্র বাণ অগণন॥
বহু অস্ত্র লইলেক যত সৈন্য চয়।
বীর দাপে মাটি কাঁপে বলে রাম জয়॥
সৈন্যগণ সাজিলেক করিতে সমর।
দেখিয়া আইল [illegible]॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ বৈসে রথের উপর।
নয়ন উথলে মরি অতি শোভাকর ॥
যাত্রা করি রঘুনাথ হইল বাহির।
আগু পাছু চলিলেক বড়২ বীর ॥
রাক্ষস বানর নর মারে মালসাট।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে কাট ॥
চলিলেক বীরগণ কেহ নহে কম।
রণ বাদ্য ততক্ষণ বাজে ঝমাঝম ॥
চমৎ কার বাজিতেছে নানাদী বাজন।
সৈন্য কোলাহলে স্তব্ধ হৈল সর্ব্ব জন ॥
সাহা শব্দ করে হাতী সৈন্য করে রব ॥
ঘড়২ রথ শব্দে স্তব্ধ লোক সব ॥
কোলাহলে সৈন্যগণ করিল গমন।
কেহ হাসে কেহ নাচে আনন্দিত মন ॥
দক্ষিণমুখেতে তবে করিল পয়ান।
বড়২ বীরসব আগে২ যান।
আগে যান হনু মান বীর চূড়া মণি।
সুগ্রীব অঙ্গদ যায় বড়২ মানি
বিভীষণ সৈন্যগণ লইয়া চলিল।
মহা ঘোর শব্দ করি সকলে ধাইল ॥
মাঝেতে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহিত।
চতু পাশে সৈন্যগণ আছয়ে যে বেষ্টিত ॥
আনন্দিত মনে সবে সিন্ধু হয় পার।
হরষিত মনে সৈন্য করে মারই ॥

অতঃ পর রাম চন্দ্র সসৈন্য সহিত।
শতস্কন্ধ রাজ্যেতে হৈল উপনিত॥
হুহুঙ্কার সঙ্গে সৈন্য চৌদিগে দাড়ায়।
শতস্কন্ধ মহাবীর শুনিবারে পায়॥
হুহুঙ্কারে কর্ণে তালি লাগিল তাহার।
দূতেরে কহিছে বীর বল সমাচার॥
দূত কহে মহাশয় করি নিবেদন।
পুনঃর্ব্বার আসিয়াছে শ্রীরাম লক্ষণ॥
শুনিয়া সে শতস্কন্ধ ক্রোধে কম্পবাণ।
তারে তিন বার আমি করি অপমান॥
তথাপি আইল পুনঃ করিতে সমর।
আজি তারে পাঠাইব শমন নগর॥
এত বলি অঙ্গ ঝাড়া দিইয়া বসিল।
অমনি যে পৃথ্বী খান কাপিয়া উঠীল॥
সৈন্য গণে কহিলেক করিতে সাজন।
শুনি তবে সাজিলেক যত সৈন্যগণ॥
রণবাদ্য নানা বিধ বাজিয়া উঠীল।
মহাবীর শতস্কন্ধ সমরে আইল॥
সৈন্য ভরে ধরণী কাঁপিছে ঘনে ঘন।
উভয় সৈন্যের দাপে কম্পিত ভূবন॥
মারিং শব্দ তবে করে উভদলে।
বিহারি কহিছে তবে রামপদ তলে॥

যুদ্ধারম্ভ।

আইলেক শতস্কন্ধ করিতে সমর।
বীরগণ ভয়ে ধরা কাপে থর থর॥
মহাবীর শতস্কন্ধ দুর্জ্জয় শরীরর।
দর্শন করিয়া মুচ্ছা বড়২ বীর॥
কহিছে বানর গণ একি সর্ব্বনাশ।
হনুমান যাম্ভুবান মনে পান ত্রাস॥
কেহ নহে আগুয়ান করিতে সমর।
দেখি তবে নীল বীর ধাইল সত্বর॥
অগনণ সৈন্যলয়ে নীল সেনাপতি।
সমর করিতে কয় কাপে বসুমতি॥
দেখিয়া যে শতস্কন্ধ পুরিল সন্ধান।
নীলের উপরে ছাড়ে খর২ বাণ॥
চৌদিগে বানর গণ ফেলে ধরাধর।
কেহ মারি বৃক্ষ বাড়ি করিছে সমর॥
শতস্কন্ধ মহাবীর সমরে নিপুণ।
সমর করিছে বীর হাতে ধনুর্ব্বাণ॥
দুই দলে মহা যুদ্ধ হয় মহামার।
সংগ্রাম দেখিয়ে স্তব্ধ এ তীন সংসার।
পরে তবে শতস্কন্ধ মহাবীর বর॥
মহা ক্রোধমনে এড়ে চোখ২ শর॥
নীলের যে সৈন্যগণ শরে জর২।
সহিতে না পারে আর অতুল সমর,

ভঙ্গ দিল কপিগণ উভ লেজ করি।
থরহরি কাঁপে আর বলে মরি২॥
সৈন ভঙ্গ দেখি তবে নীল বীর বর।
ক্রোধে আগুয়ান হৈল করিতে সমর॥
আনিল পর্ব্বত এক অতি ভয়ঙ্কর।
মহা কোপে মারে শত স্কন্ধের উপর॥
পর্ব্বত প্রহারে যবে মরিলেক লয়।
পুনঃশ্চ সারথী আনি যোগায়॥
শতস্কন্ধ মহাবীর ক্রোধে কম্পবান।
নীলের উপরে মারে নিদারুণ বাণ॥
তিন বাণে নীলবীর হারায় চেতন।
আর এক বাণে যায় শমন ভবন॥
নীলবীর পড়িলেক দেখি কপিগণ।
উঠে পড়ে সর্ব্বজন করে পলায়ন॥
নীলের পতন দেখি অঙ্গদ রুষিল।
সৈন্যগণ লয়ে বীর যুঝিতে ধাইল॥
চারি দিগে কপিগণ মারে বৃক্ষবাড়ি।
বৃক্ষ বাড়ি খেয়ে সৈন্য যায় যম বাড়ি॥
উভয় সৈন্যেতে অতি হয় মহামার।
উভয়২ সৈন্য যায় যম ঘর॥
কেহ মারে কিললাথী কেহ মারে বৃক্ষ।
মারি খেয়ে কেহ বলে রাম চন্দ্র রক্ষ॥
কেহ আনে ধরাধর করে তাড়াতাড়ি।
তাহার প্রহারে সৈন্য যায় গড়াগড়ি॥

এই রূপ উভ দলে হয় মহারণ।
লক্ষ২ সেনা যায় শমন ভবন॥
দেখিয়ে অঙ্গদ বীর ধাইল সত্বর।
শতস্কন্ধোপরে মারে ফেলি ধরাধর॥
শতস্কন্ধ মহাবীর সন্ধান পুরিল।
বাণে২ গিরীবর ছেদিয়া ফেলিল॥
পর্ব্বত যাইল কাটা অঙ্গদ রুষিল।
লাথি মারি রথখান গুড়া করি দিল॥
সারথি আনিল রথ অতি চমৎকার।
শতস্কন্ধ উঠিলেক তাহার উপর॥
মহাক্রোধ মনে তবে পুরিল সন্ধান।
পঞ্চবাণে বধিলেক অঙ্গদের প্রাণ॥
দেখিয়া বানর গণ করে হাহা কার।
পড়িল অঙ্গদবীর নাহিক নিস্তার॥
অঙ্গদ পড়িল যদি ধায় হনুমান।
আনিল পর্ব্বত এক দিয়ে এক টান॥
শতস্কন্ধোপরে মারে ফেলি গিরীবর।
কাটিল সে শতস্কন্ধ হানি চোখ শর॥
গিরী কাটা গেল তবে রোষে হনুমান।
জ্বলন্ত অনল সম ক্রোধে কম্পবান॥
আনিলেক সাল গাছ অতি উচ্চতর।
শতস্কন্ধোপরে মারে করি হুহুঙ্কার॥
দেখিয়া যে শতস্কন্ধ পুরিল সন্ধান।
বাণে২ শাল গাছ করে খান২॥

বৃক্ষবার্ত্তা গেল হনু মহাক্রোধ মন।
হুহুঙ্কার শব্দে লম্ফ দিইল তখন॥
চড় লাথী মুষ্টাঘাত করে মহামার।
লক্ষ২ সেনাগণে দেয় যমাগার॥
সৈন্য বিনাশিয়া তবে বীর হনুমান।
লাঙ্গুল ফুলায়ে করে হান হান হান॥
কেহ২ মরে পদাঘাতে কেহ মরে চড়ে।
ক্রোধে হনুশতস্কন্ধ রথোপরে চড়ে॥
ক্রোধ মনে শতস্কন্ধে মারিলেক চড়।
চড় খেয়ে শতস্কন্ধ করে ধড়ফড়॥
হনুর বিক্রমে তবে শতস্কন্ধ বীর।
সমর করিতে নারে হইল অস্থির॥
দেখি তবে পদাঘাত মারে হনুমান।
লাথি খেয়ে শতস্কন্ধ ক্রোধে কম্পবাণ॥
হনুমানে চাহি কহে শুনরে বানর।
নিশ্চয় পাঠাব তোরে আজি জম ঘর॥
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা কে করিবে।
নিশ্চয় আমার বাণে যম পুরে যাবে॥
এত শুনি ক্রোধে হনু কহিছে বচন।
জাননা যে মুখ আমি পবন নন্দন॥
আমি মরি কিম্বা ওরে মরিস আপনি।
এইক্ষণে হইবেক তাহা জানাজানি॥
এত শুনি শতস্কন্ধ লোহিত লোচন।
হনুমানোপরে করে বাণ বরিষণ॥

মহাক্রোধে শতস্কন্ধ হানে খরবাণ।
লক্ষ বাণে মূর্চ্ছাগত হয় হনুমান॥
হনু যদি পড়িলেক সুগ্রীব ধাইল।
অগণন সেনাগণ লইয়া আইল॥
চতুর্দ্দিগে সৈন্য করে বৃক্ষ বরিষণ।
উভয় উভয় সৈন্য মরে অগণন॥
মহামার করে সবে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
কেহ বলে ধর২ কেহ বলে মার॥
এইরূপ মহারণ হইছে তখনে।
যেমন হইল রণ কুম্ভ কর্ণ সনে॥
চতুর্দ্দিগে কপিগণ ফেলিছে পাথর।
জ্বর২ সৈন্যগণ কাপে থর২॥
উভয়২ সৈন্য গেল যম ঘর।
তার মধ্যে মরিলেক অধিক বানর॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজ ক্রোধেতে ধাইল।
উপাড়িয়া শালগাছ ফেলিয়া মারিল॥
দেখিয়া যে শতস্কন্ধ ক্রোধে কম্পবাণ।
কাটিলেক শালগাছ মারি এক বাণ॥
শালগাছ ব্যর্থ গেল সুগ্রীব ক্রোধিত।
ধরাধর আনে এক করিয়া ত্বরিত॥
মারিল পর্ব্বত বাড়ি সারথী উপরে।
মরিলেক সে সারথী খেয়ে গিরীবর॥
পড়িল সারথী আর আইল সারথী।
ক্রোধে কম্পবাণ হৈল শতস্কন্ধ রথী॥

ক্রোধেতে পুরিল বীর ধনুকে সন্ধান।
শতবাণে সুগ্রীবের বধিলেক প্রাণ॥
দেখিয়া বানরগণ ছুটে পলাইল।
বৈরীদল পিছে২ ক্রোধেতে ধাইল॥
কেহ বলে ধর২ কেহ বলে মার।
কেহ করি যয়২ ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
দেখিয়া বানর ভঙ্গ রোষে বিভীষণ।
রাক্ষস লইয়ে যায় করিবারে রণ॥
বিভীষণ কহে তবে শুন কপিগণ।
কেন ভাই কর সবে ভয়ে পলায়ন॥
প্রাণ পনে কর সবে রাম উপকার।
অন্তিমেতে যাবে সবে অমর নগর॥
এতেক সাহস পেয়ে ধায় কপিগণ।
রাক্ষস বানর নব চলিল তখন॥
একে কালে নর আর রাক্ষস বানর।
শতস্কন্ধ সহ যায় করিতে সমর॥
রাক্ষসে ও নরে করে ধনুর্ব্বাণে রণ।
বৃক্ষ পাথরেতে যুঝে যত কপিগণ॥
বাজিল অতুল রণ দেখিয়া আতঙ্ক।
অগণন মরিতেছে তুরঙ্গ মাতঙ্গ।
চৌদিগেতে বাণবৃষ্টি নাহি চলে দৃষ্টি।
জ্ঞান হয় এইবারে মজিল লোক সৃষ্টি॥
রাক্ষসে হানিছে বাণ অতি খরসান।
বানরেতে বৃক্ষ হানে নরে হানে বাণ॥

উভয় উভয় যুদ্ধ হয় ঝটাপটি।
উভয় সৈন্যেতে বাণ হয় কাটাকাটি ॥
এইরূপ সৈন্যগণ করে মহারণ।
পরেতে রুষিল তবে রাজা বিভীষণ ॥
হাতে লয়ে ধনুর্ব্বাণ শতস্কন্ধ যথা।
কোপ মনে মহাবীর উত্তরিল তথা ॥
দেখি তবে শতস্কন্ধ ঈষৎ হাসিল।
ঈষৎ হাসিয়া বিভীষণেরে কহিল ॥
শুন ওরে বিভীষণ তোর লাজ নাই।
আমার যে পরাক্রম যানে তোর ভাই ॥
মোর কাছে ঘাটি মানি গেল দশানন।
তুই কোন মুখে এলি করিবারে রণ ॥
দশানন তোর জ্যেষ্ঠ সে মানিল হারি।
ছোট হয়ে তুই এলি এ যে বুদ্ধি ভারি ॥
শুনি তবে বিভীষণ ক্রোধভরে কয়।
পেয়েছি দাদার বৈরী মারিব নিশ্চয় ॥
কিসে মোর লাজ নাই কহ হেন কথা।
নিশ্চয় কাটিব বেটা আজি তোর মাথা ॥
শুনিতবে শতস্কন্ধ মহাক্রোধ মন।
চোখ২ বাণ তবে ছাড়িছে তখন ॥
বাণেবাণ নিবারণ বিভীষণ করে।
উভয় শরীরে রক্ত ঝরে২ ঝরে ॥
মহাক্রোধে বিভীষণ এড়ে খরবাণ।
শতস্কন্ধ বাণেবাণ করে খান২ ॥

হানিলেক অগ্নিবাণ বিভীষণ বীর ।
সেই বাণে সৈন্যগণ হইল অস্থির ॥
শতস্কন্ধ দেখিলেক মরে সৈনগণ ।
বরুণ বাণেতে বাণ করে নিবারণ ।
দেখি বিভীষণ ক্রোধে অঙ্গ দেয় নাড়া ।
তীন বাণে শতস্কন্ধের রথ করে গুড়া ।
রথ গেল শতস্কন্ধ লাফ দিয়া পড়ে ।
বিভীষণে মুর্চ্ছা করে একটি আছাড়ে ॥
শতস্কন্ধ ভাবিলেক মৈল বিভীষণ ।
ভাবি তবে অন্য রথে করে আরোহণ ॥
রথে আরোহিয়া বীর ছাড়িতেছে বাণ ।
লক্ষ লক্ষ সেনার বধিতেছে প্রাণ ॥
রাক্ষস বানর নর চোখ বাণ খেয়ে ।
অতুল সমর করে ক্রোধান্বিত হয়ে ॥
উভয় উভয় সৈন্য হইল কাতর ।
দেখিয়া যে শতস্কন্ধ এড়ে খর শর ॥
রাক্ষসবানর নর শরে জর জর ।
সহিতে না পারে আর অতুল সমর ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে দিয়া ভঙ্গ ।
রথে থাকি শতস্কন্ধ দেখিতেছে রঙ্গ ॥
শতস্কন্ধ বধ কথা অতি সুললিত ।
ধার্ম্মিকের মনঃপুত বিহারী রচিত

লক্ষ্মণের যুদ্ধওমৃত্যু।

পড়িল সকল সৈন্য চিন্তেন শ্রীরাম।
লক্ষ্মণ কহিছে স্তবেকরিয়া প্রণাম॥
শুন প্রভু রঘুনাথ আজ্ঞা কর মোরে।
এইক্ষণে শতস্কন্ধে দেই যম পুরে॥
শুনিয়া কহেন রাম কোমল লোচন।
নাকহিও প্রাণ ভাই এমন বচন॥
বড় বড় বীর সব গেল যম ঘর।
বিভিষণ হনুমান রাক্ষস বানর॥
মিত্র গণ মরণেতে বুক ফেটে যায়।
কেমনে তোমারে আমি করিব বিদায়॥
হায় হায় প্রাণ যায় কোথা বিভীষণ।
কোথা বাছা হনুমান পবন নন্দন॥
কোথায় সুগ্রিব মিত্র অঙ্গদ সুমতি।
দেখা দিযে সখাগণ কর সুস্থ মতি॥
এইরূপ রঘু নাথ করেন বিলাপ।
দেখিয়া লক্ষ্মণ কহে করি নিষ্ঠালাপ॥
আজ্ঞা দেহ রঘুনাথ আপন কিঙ্করে।
শতস্কন্ধে পাঠাইব শমন নগরে।
শুনিয়া কহেন রাম শুন প্রাণ ভাই।
যাবে যদি যাও ভাই আমি পিছে যাই॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার
সৈন্য সহবীর বর করে মহামারি।

যথা শতস্কন্ধ বীর যায় তথাকারে।
অগণন সৈন্য গণ চতুর্দ্দিগে ঘেরে॥
শতস্কন্ধে চাহি তবে কহিছে লক্ষ্মণ।
কোথা জাবি ওরে বেটা কর আসি রণ
ইন্দ্রজীতে বধি আমি নিজ বাহু বলে।
জাননা রামের স্তুত বীর মহিতলে॥
পাঠাইব যম ঘর জানিহ নিশ্চয়।
শুনিয়া হাসিয়া তবে শতস্কন্ধ কয়।
শুনরে লক্ষণ শুন করনা রে জারী।
ইন্দ্রজিতে মারি বুঝি গর্ব্ব কর ভারি॥
বীরমধ্যে গনা নয় ইন্দ্রজিত বেটা।
তাইত তোমার হাতে গেল মাথা কাটা॥
পড়েছ আমার হাতে নাহিক নিস্তার।
নিস্তারিণী যদি রক্ষে রক্ষা নাহি আর॥
এইরূপ দুইজনে হানি বাক্যবাণ।
পরে তবে দুই বীর পুরিল সন্ধান॥
উভয়েতে কাটা কাটি উভয়ের বাণ।
বাণাঘাতে জ্বর২ উভয়ের প্রাণ॥
সৈন্যে২ ঘোর তর হইছে সমর।
সমরেতে সর্ব্ব জন হৈল জ্বর২॥
পরে তবে শতস্কন্ধ ক্রোধে এড়ে শর।
লক্ষ২ বাণ মারে লক্ষ্মণ উপর॥
হাসিয়া লক্ষ্মণ বীর করে নিবারণ।
দেখি তবে শতস্কন্ধ সলজ্জিত মন॥

রুষিয়া পর্ব্বতবাণ মারিল লক্ষ্মণে।
লক্ষ২ গিরী আসে উপর গগনে ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর গণিল হুতাশ।
হানিলেক বজ্রবাণ মনে পেয়ে ত্রাস।
বজ্র বাণে গিরি বর চুর্ণ হয়ে গেল।
দেখি তবে শতস্কন্ধ অগ্নি বাণ নিল
অগ্নি বাণ ছাড়িলেক অগ্নি অবতার।
লক্ষণ বরুণ বাণে করেন সংহার।
দেখিয়া যে শতস্কন্ধ মহাক্রোধ মন।
বজ্র সম তীন বাণ ছাড়িল তখন ॥
সেইবাণে লক্ষণের হারাইল জ্ঞান।
কত ক্ষণ পরে বীর সচেতন পান।
চেতন পাইয়ে বীর মহা কোপ মনে।
শতস্কন্ধে বিন্ধিলেন চোখ চোখ বাণে
বাণ খেয়ে শতস্কন্ধ হৈল অচেতন।
রথের উপরে বীর পড়িল তখন ॥
বান খেয়ে শতস্কন্ধ করে ধড় ফড়।
রথ লয়ে সারথী উঠীয়া দিল রড় ॥
কতক্ষণ পরে তবে পাইল চেতন।
পুনর্ব্বার আইলেক করিবারে রণ ॥
মহাকোপে শতস্কন্ধ সন্ধান পুরিল।
চোখ বানে লক্ষনের রথ গুড়া কৈল।
চারি বাণে লইলেক অশ্বের পরাণ ।।
সারথী পঞ্চম বাণে যম পুরে যান ॥

রথ অশ্ব গেল দেখি লক্ষ্মণ ফাফর।
শতস্কন্ধ হানিলেক খর২ শর॥
পশিল লক্ষণ অঙ্গে নিদারুণ বাণ।
বাণ খেয়ে লক্ষণের ব্যাকুলিত প্রাণ॥
হেনকালে শতস্কন্ধ অগ্নি বাণ মারে।
দেখিয়া রামের সৈন্য হাহাকার করে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রামের রোদন।
হাহাকার করি রাম ধুলায় পতন॥
অনিবার চক্ষে বারি বহিতে লাগিল।
আসিয়া বানরগণ পুছাইয়া দিল॥
রাম বলেন কোথা ওরে প্রাণ সহোদর।
তোবে না হেরিয়া মোর ব্যাকুল অন্তর॥
কোথা মিত্র বিভীষণ সুগ্রীব কোথায়।
হায় কি করিল বিধি হায় হায় হায়॥
নিদারুন বিধি তোর মনে এই ছিল।
জন্মাবধি দুঃখ তাপ নাহিক ঘুচিল॥
কোথা প্রাণ সহোদর দেখা দাও আসি।
নহিলে এখনি আমি গলে দিব ফাসি।
এরূপ রামের খেদে ধরণী বিদরে।
চতুর্দিগে কপিগণ হাহাকার করে॥
পরে তবে রঘু নাথ উঠিয়া বসিল।
সমর করিব আমি মনেতে ভাবিল॥
সকলি মরিল কেন আমি জীয়া রব।
হয় তারে মারি নয় আপনি মরিব॥

এতেক ভাবিয়া রাম লয়ে সৈন্যগণ
সুমন্ত্র সারথী রথে করিল গমন ॥
হুহুঙ্কার শব্দ করি রঘুনাথ যান।
শুনিয়া যে শতস্কন্ধ হয় আগুয়ান
উভয় সৈন্যেতে তবে হয় মহা রণ।
যুদ্ধ দেখিবারে আসে যত দেবগণ
আকাশ যুড়িয়া সব দেবগণ রয়।
মনে২ কহে সবে রাম জয় জয় ॥
পাপ তাপ দুঃখ নাশ শতস্কন্ধ বধে।
শ্রীরাম বিহরী কহে শ্রীরামের পদে ॥

শ্রীরামের যুদ্ধ ও মৃত্যু।

সৈন্যগণ লয়ে রাম করেন সমর।
আকাশেতে দেখিতেছে যতেক অমর।
শতস্কন্ধ মহাবীর যুদ্ধে বিচক্ষণ।
রামের শরীরে বাণ করয়ে বর্ষণ ॥
রাম কন ওরে বেটা যাবি যমপুর।
মোর সনে যুদ্ধ কর দুর দুর দূর ॥
কুম্ভকর্ণে বধি আমি পতঙ্গের মত।
মোর কাছে বারিযুরি কর বেটা এত ॥
শুনিয়া হাসিয়া শতস্কন্ধ বীর কয়।
হেন কথা কৈতে তোর লাজ নাহি হয় ॥
তীনবার হারি গেলি হয়ে মহারাজ।
২কধি তোরে ধিক নাহি তোর লাজ ॥

এইরূপ গালাগালি করিয়ে দুজন।
উভয়ে উভয়ে করে বাণ বরিষণ॥
চতুর্দ্দিগে সৈন্যগণ করে মহারণ।
রথীতে রথীতে যুদ্ধ বারণে বারণ॥
তুরঙ্গে তুরঙ্গে যুদ্ধ অতুল হইল।
কত পলাইয়া গেল কতেক মরিল॥
অতঃপর রামচন্দ্র এড়িছেন বাণ।
শতস্কন্ধ ক্রোধমনে করে খান খান॥
ক্রোধভরে রামচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে।
সেই বাণে শতস্কন্ধ রথোপরে পড়ে॥
কতক্ষণ পরে তবে পাইয়া চেতন।
রামের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
বাণে বাণ রঘুনাথ করেন বারন।
এইরূপে মহা যুদ্ধ করে দুইজন॥
রামের কোমল অঙ্গে হানে চোখ শর।
শ্রীঅঙ্গেতে রক্তধারা বহে অনিবার॥
রামের দেখিয়া কষ্ট যত দেবগণ।
হাহাকার শব্দ করি করিছে রোদন॥
হেনকালে সচেতন হৈল হনুমান।
রামের দেখিয়া কষ্ট ভাবিল বয়ান॥
ক্রোধ মনে গিরা লবে পবন নন্দন।
শ্রীরামেরে পিছে করি করিল গমন॥
শতস্কন্ধ সনে তবে করে মহামার।
কোটি কোটি সৈন্যগণ হইল সংহার॥

হনুর বিক্রম দেখি সকলে অস্থির।
পরে তবে রুষিলেক শতস্কন্ধ বীর॥
হনুর উপরে মারে চোখ চোখ বাণ।
লাফে লাফে সব বাণ লোফে হনুমান॥
দেখি তবে শতস্কন্ধ মহা ক্রোধ মন।
নিদারুণ বাণ তবে মারিল তখন॥
বাণ খেয়ে হনুমান পুনশ্চ মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র হলেন চিন্তিত॥
কোপমনে রামচন্দ্র পুরেন সন্ধান।
বাণের উপরে তবে মারিলেন বাণ॥
রথ অশ্ব চূর্ণ হইল সারথি মরিল।
দশ বাণে শতস্কন্ধে জর জর কৈল॥
বাণ খেয়ে শতস্কন্ধ ক্রোধে কম্পমান।
রামের উপরে মারে খর খর বাণ॥
দুই বাণে মারিলেক সুমন্ত্র সারথি।
দেখিয়া কাঁপেন রাম মনে হয়ে ভীতী॥
দশ বাণ শতস্কন্ধ মারিল রামেরে।
সেই বাণে রথে রাম পড়েন কাতরে॥
রামেরে কাতর দেখি দুষ্ট শতস্কন্ধ।
ব্রহ্মবাণ মারিলেক হইয়ে আনন্দ॥
মহা বেগে ধাবমান হইলেক বাণ।
সেই বাণে অচেতন হৈল ভগবান॥
পড়িল শ্রীরামচন্দ্র দেখে দেবগণ।
হাহাকার করি সবে করয়ে রোদন॥

কোপিগণ চারিদিকে করে হাহাকার।
দেখিয়া যে শতস্কন্ধ হানে শর আর॥
শ্রীরামের সৈন্যগণ সকল মরিল।
যুদ্ধ জয় করি বীর বাদ্য বাজাইল॥
আনন্দেতে শতস্কন্ধ আছে রথে চড়ি।
রাক্ষস বানর নর যায় গড়াগড়ি॥
শতস্কন্ধ মহাবীর আনন্দে রহিল।
শ্রীরামের পরাজয় বিহারী গাইল॥

হনুমান কর্ত্তৃক ঔষধ ও সীতাকে আনয়ন।

পড়িল সকল সৈন্য কেহ নাহি আর।
সবে মাত্র দুইজন আছয়ে অমর॥
বিভীষণ হনুমান নাহিক মরিল।
রামের মরণ দেখি দোঁহেতে কান্দিল॥
হায় হায় করি দোহে কান্দিয়া আকুল।
অকুল সমুদ্রে যেন নাহি পায় কুল॥
পরে তবে বিভীষণ কহিছে বচন।
উপায় করহ সখা পবন নন্দন॥
কান্দিলে কি হবে বল করহ উপায়।
যাহাতে শ্রীরামচন্দ্র পুনঃ জীব পায়॥
তোমা বিনা বন্ধু নাই পবনকুমার।
লক্ষ্মণেরে প্রাণ দান দিলে একবার॥
বিপদে রক্ষা কর আনি সে ঔষধি।
গলে তোমার ধার রবে নিরবধি॥

এতেক শুনিয়া তবে বীর হনুমান।
কহিতেছে এইক্ষণে করিব পয়ান॥
সুস্থ হয়ে তুমি হেথা থাক বিভীষণ।
ঔষধ আনিতে আমি করিব গমন॥
এতেক কহিয়া বীর আকাশে উঠিল।
দুড়২ শব্দে গন্ধমাদনেতে গেল॥
বাছিয়া ঔষধ লয়ে পবননন্দন।
পুনশ্চ আকাশ পথে করিছে গমন॥
পথেতে আসিতে তবে হইল স্মরণ।
জানকীরে সমাচার দিইব এখন॥
এইরূপ হনুমান ভাবি মনেমন।
জননী জানকী কাছে করিল গমন॥
গোপনে মায়ের কাছে করিল প্রণাম।
দেখিয়া সীতার যেন উড়িল পরাণ॥
কান্দিয়া কহেন সীতা কহ হনুমান।
কোথা রে আমার রাম প্রভু ভগবান
শুনিয়া কহেন হনু করিয়া প্রণাম।
কি কহিব ও জননী মরিলেন রাম॥
কিন্তু তাহে চিন্তা নাই শুন গো জননী।
এইক্ষণে প্রাণ পাবে তব চিন্তামণি॥
ঔষধ লইয়া আমি করিব গমন।
তবেত সকলে মাতা পাইবে জীবন॥
এই দেখ ঔষধ লইয়া যাই আমি।
এইক্ষণে প্রাণ পাবে জগতের স্বামী॥

এত শুনি সীতাদেবী করে হাহাকার।
প্রবধ দিতেছে তাঁরে পবন কুমার ॥
হনুমান কহে মাতা থাক ধৈর্য্য হয়ে।
শ্রীরামেরে বাঁচাইব আমি তথা গিয়ে ॥
শুনিয়া কহেন সীতা শুন যাদুধন।
তোমার সহিত আমি করিব গমন ॥
শ্রীরামের শ্রীচরণ করি দরশন।
কেমনেতে ধরাসনে পড়ে নারায়ন ॥
শুনিয়া কহেন তবে পবন নন্দন।
যাবে যদি মম পৃষ্ঠে কর আরোহন ॥
শুনি হরষিতে সীতে আরোহন কৈল ॥
শ্রীরামের সোক তার প্রাণে নাহি রৈল।
হনুমান সঙ্গ সীতা করিল গমন।
না জানে অযোধ্যা বাসী এ সব কারণ ॥
রণস্থলে গিয়া সীতা হৈল উপস্থিত।
বিভীষণ দেখিলেক সীতা উপনিত ॥
লক্ষ২ প্রণিপাত করে বিভীষণ।
ঔষধ করিছে গুড়া পবননন্দন ॥
মৃত্যু পতি দেখি তবে জনক নন্দিনী।
রণস্থলে দাড়াইল যেন উন্মাদিনী ॥
রক্তে নদী বহিতেছে জানকী দেখিল।
জনক নন্দিনী পদে বিহারী গাইল ॥

সীতার অসীতারূপ ধারণ।

লঘু-ত্রিপদী।

পড়ি সব শব, দেখিয়ে এসব,
সীতা সতী উন্মাদিনী।
বসন খসিল, উলঙ্গ হইল,
এলায়ে পড়িল বেণী॥
হৈল কাল রূপ, অতি অপরূপ,
বাহির হয় চারি পাণী॥
অতি ঘোর তর, দেখি ভয়ঙ্কর,
যেন মত্ত পাগলিনী॥
ভালে অগ্নি রাশি, বাম করে অসি,
ত্রিনয়ন ভয়ঙ্কর।
আসিয়া পিসাচে, ধেয়ে ধেয়ে নাচে
রব অতি ঘোরতর॥
ভূত করে ঝম্ফ, ত্রিভুবন কম্প,
ধরনী না ধরে ভার।
কেহ মুহু মুহু, করে হুহু হুহু,
কেহ করে মার মার॥
করে হুপ হাপ, দুপ দাপ দাপ,
করে সব কোলাহল।
করে খাই খাই, নাচে থ্যাই থ্যাই,
ধরা করে টল টল।
ভয়ঙ্করা সীতে, হইয়া অসীতে,
রাক্ষস নাশিতে ধায়।

ভালে ধক ধক, অগ্নি তক তক,
অট্ট২ হাসি তায় ॥
হয়ে বিবসনা, বিকট রসনা,
মুণ্ডমালা দল মল.
ভয়ঙ্করী বেশ, কাঁপে কুর্ম্ম শেষ,
ক্ষিতী করে টলমল ॥
হেথায় তখন, পবন নন্দন,
ঔষধ ছিটাইয়ে দেয়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, উঠে সর্ব্বজন,
কপি করে রাম জয় ॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য, হইয়া অধৈর্য্য,
শ্রীরাম কহেন তবে।
ওহে হনুমান, পবন সন্তান,
সত্য করি এই কবে।
কালীকা কেমনে, আইল এখানে,
কহ কহ বীরবর।
শুনিয়া তখন, পবন নন্দন,
কহে সব সমাচার ॥
শুন রঘুনাথ, যখন নিপাত,
হইলেক সর্ব্বজন।
ঔষধ আনিতে, গন্ধমাদনেতে,
আমি যাই তৎক্ষণ।
পরে অযোধ্যায়, আসিয়া ত্বরায়;
সীতা মাকে লয়ে আসি

আসিয়া জানকী, সব নিরখী,
করেতে ধরিল অসি।
এলায়েছে কেশ, ভয়ঙ্করী বেশ,
এই দেখ রঘুনাথ।
স্বর্ণ ময়ী সীতে, হইল অসীতে,
একি দেখি অকস্মাৎ।
এতেক শুনিয়ে, অবাক হইয়ে,
ভাবিছেন রঘুপতি।
রচিল বিহারি, করি হরি হরি,
শতস্কন্ধ বধ পুথি॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ধাইল যোগিনী সব, কোরে ঘোরতর রব,
ভূত প্রেত পিসাচাদি ধায়।
থেই২ থেই থেই, নাচে থেই২ থেই,
কেহ দম্ফে মাটি কেটে যায়॥
ইহা শুনি শতানন, সমরেতে ততক্ষণ
সৈন্যগণ লইয়া আইল।
রথ অশ্ব হাতি কত, আইলেক শত শত,
মার মার করিয়া ধাইল।
রথ করে ঘর ঘর, ফর ফর ফর ফর,
করি কত নিশান উড়িছে।
আইলেক শতস্কন্ধ ভুতগণ মহানন্দ,
হিহি করি যোগিনী হাসিছে॥

সীতা সতী উন্মাদিনী, নাচেন লয়ে যোগিনী,
দেখি ক্রোধে শতস্কন্ধ কয়।
মাগি তোর নাহি লাজ, ধিক২ একি কায,
নেংটা হলি পুরুষ সভায়।
রীতি দেখে হাসি পায়, একি আর হৈল দায়,
নারী হয়ে করিবিলো রণ।
এতেক শুনিয়া হাসি, ধান সীতা লয়ে অসি,
দেখি ক্রোধে কাঁপে সতানন।
যতেক রাক্ষস সঙ্গে, মার মার করে রব,
কেহ ক্রোধে ছাড়িতেছে বাণ।
দেখিয়ে ডাকিনী ডাক, ঘন ঘন পড়ে হাক,
কেহ করে হান হান হান॥
শাকিনী ডাকিনী ভূত, রণ করে অদ্ভুত,
ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত সব খায়।
দুম দাম দুম দাম, গুম গাম গুম গাম,
কীল মারি দেয় যমালয়।
কেহ হিহি হিহি হাসি, ফেলিছে রাক্ষস নাসি,
শোনিতেতে হইল সাগর।
দেখিয়া অদ্ভুত কায, শতস্কন্ধ মহারাজ
ধাইলেক ক্রোধে গর গর।।
ক্রোধে কহে ওলো নারী, দেখি তোর কত জারি,
মোর সঙ্গে হাসি কর রণ।
কুল মান তেয়াগিয়ে, নাচিতেছ নেংটা হয়ে,
লাজে বাজ হেনেছ এখন।

মোর সনে কর জোর, বুঝি কত শক্তি তোর,
এত শুনি ধাইলে সীতে।
ঘন ছাড়ি হুহুঙ্কার, করি দেবী মার মার,
ধাইলেন রাক্ষস নাশিতে ॥
কৃপাণ প্রহার করে, কত শত সৈন্য মরে,
পদাঘাতে কত হয় চুর।
কেহ করে ছটফট অসি ঘায় ঝটপট,
যায় সব শমনের পুর ॥
দেখি ধায় শতানন, মুখে শব্দ ঘনঘন,
ধর ধর মার মার মার।
দেখি দেবী অসি লয়ে, ধাইলেন দ্রুত হয়ে,
দুইজনে যুদ্ধ ঘোর তর ॥
শতাস্যের সৈন্য যত, সকলি হইল হত,
তবে মাত্র একাকী রহিল।
দেখি কালী অসি হানি, কাটে দুইশত পাণী,
আরবার মস্তকে হানিল।
দেখে যত দেবগণে, শতস্কন্ধ মরে রণে,
জয় জয় করে সর্ব্বজন।
ভূতগণ মহানন্দ, নাচাইতেছে কবন্ধ,
রক্ত মাংস খায় ডাকগণ।
শবাঙ্গুলি কাঞ্চি করি, আনন্দে কটীতে পরি,
নাচিতেছে ডাকিনী শাকিনী।
শ্রীরাসবিহারী কয়, শতস্কন্ধ হৈল ক্ষয়,
আনন্দিত হইল ধরণী ॥

শ্রীরামচন্দ্রের সীতাকে স্তব।

শতস্কন্ধ মৈল রণে হাসে দেবগণ।
সীতার উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
সীতার দেখিয়া কীর্ত্তি রাম সশঙ্কিত।
করেন শ্রীরাম স্তব লক্ষ্মণ সহিত॥
তুমি আদ্যাশক্তি তুমি জগৎজননী।
গোলোক ভূলোক জীব তুমিত পালিনী॥
তোমার মহিমা কীর্ত্তি জানে কোনজন।
নিজ গুণে কর দেবী মায়া সম্বরণ॥
অন্নদা মোক্ষদা তুমি তুমি মহামায়া।
ব্রহ্মাদি সৃজন কর প্রকাশিয়া মায়া॥
তোমার মহিমা যত কি বলিব আমি।
নিজ গুণে ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর তুমি॥
এইরূপে স্তব যদি করে সর্ব্বজন।
হাসিয়া করেন সীতা মায়া সম্বরণ॥
নিজ বেশ ধরি সীতা দেখি রঘুনাথে।
অমনি ঢাকেন মুখ বিষম লজ্জাতে॥
রাম বলে ও প্রেয়সী বলি শুন শুন।
অবাক হয়েছি আমি দেখি তব গুণ॥
এত শক্তি ধর যদি শক্তি সনাতনী।
লঙ্কাপুরে কষ্ট পেলে কেন হে আপনি॥
অদ্যাবধি তব তত্ত্ব বুঝিলাম আমি॥
আমার অধিক বড় চতুগুণ তুমি॥

করিয়াছি যত দোষ ক্ষম ক্ষেমঙ্করী ।
শুনিয়া হাসিয়া কহে জানকী সুন্দরী ॥
কেন হে করুণা কর জগতের স্বামী ।
অৰ্দ্ধ অঙ্গ হই প্রভু তুমি আর আমি ॥
তোমার প্রতিজ্ঞা ছিল রাবণ বধিতে ।
তাই কষ্ট পেয়েছিল এ দুঃখিনী সীতে ॥
এতেক শুনিয়া রাম উল্লাসিত মন ।
সীতা লয়ে নিজ দেশে করেন গমন ॥
অতঃপর মধু বাক্যে সেনাগণে ।
বিদায় করিল রাম সব জনে জনে ॥
অযোধ্যার লোক যত আনন্দিত সব ।
শ্রীরাসবিহারী কহে ভাবিয়া কেশব ॥

সম্পূর্ণঃ ।